বন্যার পানি কমছে কি করবেন

ধীরে ধীরে বন্যার পানি নামতে শুরু করেছে। বন্যার পানি নামতে শুরু করার অর্থ বন্যার সমস্যা শেষ নয়। নতুন সমস্যার শুরু। সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের প্রক্রিয়ার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। বন্যা-পরবর্তী সাহায্য সহযোগিতা বন্যাকালীন সময়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় একটা বিষয় খুবই লক্ষণীয়। তা হলো, প্রায় হঠাৎ করে সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়া। সেসময় অসহায় পরিবারগুলোকে বেঁচে থাকার সংগ্রামে নামতে হয়। বন্যা-পরবর্তী সমস্যা মূলত সামাজিক, আর্থিক, কৃষি উৎপাদন, স্বাস্থ্য সমস্যা, নিরাপত্তাহীনতার ও সব শেষে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মন্দা। যৌথ উদ্যোগে পুরো অবস্থার পরিবর্তন করা না গেলেও উন্নতি করা সম্ভব।

কি করা যায়

ক. যারা বন্যায় আক্রান্ত হয়েছেন যাদের বাড়িতে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে বা বন্যার কারণে ভিটা মাটি ছাড়তে হয়েছে?

খ. পানি নেমে গেলে বা বাড়িতে ফিরে এসে প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্রে মিলে এলাকাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার উদ্যোগ নিতে হবে।

গ. বাড়ির আশপাশের সব আবর্জনা দ্রুত তুলে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

ঘ. প্রত্যেকের বাড়ির চারপাশে সম্ভব হলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

ঙ. কমপক্ষে তিন দিন বাড়ির চারদিকে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিতে হবে।

চ. বাড়ির সব বাসনপত্র, চামচ বা ছুরি ১০% ক্লোরিন সলিউশনে কম পক্ষে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখার পর ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ক্লোরিন সলিউশন অনেক ধরনের জীবাণু, পরজীবী ও ভাইরাসকে ধ্বংস করতে পারে। কিভাবে ১০% ক্লোরিন সলিউশন তৈরি করবেন? এক লিটার পানিতে (পানির লিটারের বোতল) ও ১০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার (কাপ, আইস ক্রিমের এক কাপ) ভালো করে গুলিয়ে নিলে ১০% ক্লোরিন সলিউশন করা যায়।

পানি উৎস পরিষ্কার করা

ক. টিউবওয়েল : ওয়াসার খুলে ২০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার পানিতে গুলে নলের ভিতরে ঢেলে দিতে হবে। এক ঘন্টা পর কল এক ঘন্টা ধরে পাম্প করে পানি বের করে দিতে হবে। এ অবস্থায় টিউবওয়েলের পানি মোটামুটি নিরাপদ। টিউবওয়েলের পাটাতন ভেঙে গেলে দ্রুত পাটাতন তৈরি করে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

খ. পাইপ ওয়াটার ও ভূগর্ভস্থ ট্যাংক : পুরাতন পানি ট্যাংক থেকে বের করে দিতে হবে। ১০% ক্লোরিন সলিউশনে ট্যাংকের দেয়াল ধুয়ে দিতে হবে ও পানি পানি বের করে দিতে হবে। এরপর পুনরায় ট্যাংকে পানি ভর্তি করা যায়। তারপর একটা মাঝারি আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংকে ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার গুলিয়ে দিলে পানি পানের যোগ্য হবে। সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা উচিত। কেবল খাবার পানি সেদ্ধ করে ব্যবহার করলে রোগের হাত থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না। কেননা ফুটিয়ে পানি পান করলাম কিন্তু ময়লা পানিতে বাসন ধুলে ভাইরাস বা জীবাণু থেকে দূরে সরে আসা যায় না। ফুটিয়ে পানি পানের উপদেশ কার্যকরী স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় উপদেশ নয়।

পায়খানা : মলবাহিত রোগ (ডায়রিয়া বা জন্ডিস) প্রতিরোধের জন্য পায়খানার সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন পায়খানার ভিতর ও আশপাশে ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে হবে। ব্যক্তি পরিচ্ছন্নতা গুরুত্বের সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে। যেমন নখ কাটা, খাবার আগে ও পায়খানার পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বা নিয়মিত গোছল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির আশপাশে জমে থাকা পানি ড্রেন কেটে বের করে দিন বা পানি জমে থাকা সকল পাত্র উল্টে দিন (সেটা আপনার বাড়িতে বা রাস্তায় যেখানেই হোক)। তার ফলে মশার জন্মস্থল নষ্ট হবে। ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গুর উপদ্রব কমে যাবে। ফগার মেশিন দিয়ে মশা নিধন করা যায় না। আপনার উদ্যোগ মশা ধ্বংস করবে। যারা বন্যায় আক্রান্ত তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে ফেরত আসা উচিত। তাতে আপনার লড়াকু মেজাজ ও উদ্যোগ অক্ষুণ্ন থাকবে। আপনার জমির দলিল ভালো মতো সংরক্ষণ করুন।

আপনি আক্রান্ত নন: কি করতে পারেন?

বানভাসি এলাকার পরিছন্নতায় অংশগ্রহণ করুন। আপনার কোদাল, ঝুড়ি, বেলচা, বালতি বা মগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণ হচ্ছে আপনার সাহায্যের হাত। এলাকার জমে থাকা পানি ড্রেন কেটে বের করে বা পানি ভরা পাত্র উল্টে দিয়ে মশার জন্ম বা বংশ বৃদ্ধি বন্ধ করে দিতে পারেন। তবে সাহায্যের উছিলায় এলাকায় ভিড় করবেন না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা চায়ের দোকানে আড্ডা দেবেন না।

প্রতিজন একজন গর্ভবতী, সদ্যপ্রসূত মা বা শিশুকে প্রতিদিন একবেলার খাবার দিন। প্রথম দু' এক দিন আপনি একটা পরিবারকে এক বেলা ডাল আর ভাত রেঁধে দিন। বন্যায় আক্রান্ত এলাকায় নৌকা ভ্রমণে গিয়ে বানভাসিদের খাটো করবেন না।

সাহায্যকারী সংস্থা বা গোষ্ঠী

* হঠাৎ সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেবেন না।

* গ্রামের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালু না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য করা উচিত।

* দ্রুত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালু করার ব্যবস্থা করার জন্য সাহায্য করা উচিত। যেমন এখন পানি নেমে যাচ্ছে। ক্ষেতে রবি শস্য রোপার সময়। তাদের বীজ না দিয়ে চারা সরবরাহ করলে বন্যায় হারানো দিনের কম পক্ষে ১৫ দিন এগিয়ে যাবে। বন্যার শুরুতে বীজতলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিলো।

* রাস্তাঘাট, স্কুল, হাটবাজার সংস্কারের কাজ দ্রুত শুরু করলে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হবে। সঙ্গে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানও হবে। যার ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমও চালু হবে।

* পানি নেমে যাবার পর কমপক্ষে একমাস মেকশিফট স্বাস্থ্য সেবা অব্যাহত রাখতে হবে যেখানে নিউমোনিয়া, পাঁচড়া, ইমপেটিগো, জন্ডিস, ক্রিমি ও ডায়রিয়ার (কলেরাসহ) চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের ঘরে তৈরি লবণ জলের তৈরি ও ব্যবহার শেখাতে হবে। নিউমোনিয়া রোগ চিহ্নিত ও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মায়েদের এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* বন্যা কবলিত এলাকায় এন্টিবায়টিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিন্ত করতে হবে।

* দাতা নির্ভর সাহায্য ব্যবস্থা প্রকৃত সাহায্য পাঠানোতে দেরি করে। এধরনের অবস্থা মোকাবেলার জন্য ক্রাইসিস ফান্ড থাকা উচিত।

কি করবেন না

পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি নিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না। পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি কেবল খাবার পানি বিশুদ্ধ করে ও দেশে পাওয়া যায় না। দাম বেশি হলেও পানি বিশুদ্ধকরণের ক্ষমতা ব্লিচিং পাউডারের প্রায় সমান। পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ির দাম কয়েকশ' গুণ বেশি । কেবল খাবার পানি নয়, ব্যবহারের সকল পানি বিশুদ্ধকরণ বাঞ্ছনীয়। আজকের পত্রিকার খবর অনুসারে ১০০ টা পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ির দাম (কালোবাজারে) ১২০ টাকা। বাংলাদেশের একমাত্র উৎপাদক বিভিন্ন কারণে তার পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি উৎপাদন বন্ধ রেখেছে।

বন্যা ত্রানের নামে নৌকা ভ্রমণে যাবেন না। এতে বানভাসিরা অপমানিত হন। তাদের লড়াকু স্পৃহা নষ্ট হয়। কয়েকদিন আগে খিলগাঁও এলাকায় এধরনের নৌকা ভ্রমণের অমানবিক দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য আমাদের হয়েছিলো।

কম বেশি যাই হোক বন্যা আমাদের নিত্যসঙ্গী। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্যার তান্ডব নিয়ে কিভাবে বাঁচতে হবে সে শিক্ষাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

ডাঃ মোরশেদ চৌধুরী
টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার (হেল্‌থ)
সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন